সংবাদ

..66 04

তারিখ ... 2.12.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যতগুলো কলেজে অনার্স কোর্স চালু আছে তন্মধ্যে সরকারী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অন্যতম। এখানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা বিদ্যমান। এখানে আমি একটি দিকের কথাই বলব। জগন্নাথ কলেজে ভর্তির জন্য প্রতিবার বিভিন্ন বিষয়ে তিন পয়েন্ট যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদেরকে আবেদন করার জন্য ডাকা হয়। এর সাথে আর কোন শর্ত আরোপ করা হয় না। এই অনুসারে সারা দেশের অগণিত ছাত্র লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে (পরীক্ষার অবস্থা এখানে উল্লেখ্য করলাম না, তবে নামেমাত্র পরীক্ষা) দেখা যায়, অনেক তিন পয়েন্টধারী ছাত্র লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়। অতঃপর তিন পয়েন্ট ধারী ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্ন করে হয়রানি করে বলা হয়, তোমার অমুক বিষয়ে ৪৫ নম্বর নাই। তাই - - - -।

হয়তো সে নিরাশ মনে চলে গেছে, নতুবা নানা নির্যাতন ভোগ করে প্রচুর অর্থের মাধ্যমে ভর্তি হয়েছে। এ রকমও নজির আছে, যারা তিন পয়েন্ট পেয়েছে এমনকি ভর্তির দরখাস্তও করেনি, পরীক্ষাও দেয়নি কিন্তু ভর্তি হয়েছে।

এই দেশের বহু দরিদ্র ছা-
কোন মতে মাথাগোজার
এসে এই ঐতিহ্যবাহী
রয়ে ঠাঁই নেয়।
এতো সব অভ্য-
শিকার হতে হয়, ব্যাক
বনার থাকে। আ-
পক্ষের কাছে আ-

(১) ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে সঠিকভাবে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করার জন্য।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি ভর্তির ব্যাপারে তিন পয়েন্টধারীদের নির্ধারিত বিষয়ে ৪৫ থাকা আবশ্যক হয়, তবে তা সঠিকভাবে অনুসরণের তদন্ত করা।

(৩) ঘুষ দিয়ে কিভাবে ভর্তি সম্ভব তার প্রতিকার খুঁজে বের করা।

(৪) একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম যোগ্যতার ভিত্তিতে যাবতীয় ভর্তি প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

(৫) পত্রের সত্যতা যাচাই করার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক।

মোঃ বেলায়েত হোসেন
মতিঝিল, ঢাকা